যুগান্তর
15 October, 2019, Tuesday

পাঁচ কোটি টাকার বন্ডের কাপড় জব্দ

রাজধানীর ইসলামপুরে গুলশান আরা প্লাজায় ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের অভিযান

যুগান্তর রিপোর্ট

পুরান ঢাকার ইসলামপুরে হাজী সেলিমের মালিকানাধীন গুলশান আরা প্লাজায় অভিযান চালিয়ে ৮০ টন বন্ডের কাপড় জব্দ করেছে ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট। সোমবার রাতের এই অভিযানে জব্দ করা কাপড়ের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। এসব কাপড় বন্ডেড সুবিধায় আমদানি করা হয়েছে। ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের সহকারী কমিশনার আল-আমিন জানান, রাত ৯টায় অভিযান শুরু হয়। গুলশান আরা প্লাজার পাঁচটি গোডাউন থেকে এসব কাপড় উদ্ধার করা হয়।

ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট সূত্র জানায়, জব্দ করা কাপড়গুলো বাংলাদেশে তৈরি নয়। এসব কাপড় বন্ডেড সুবিধায় আমদানি করা হয়েছে। বন্ডেড সুবিধায় আসা কাপড় এভাবে বিক্রির সুযোগ নেই। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, গুলশান আরা প্লাজার বিভিন্ন ফ্লোরে গোপন গুদামে বিপুল পরিমাণ বন্ডেড চোরাই কাপড় মজুদ রয়েছে। অভিযানে গিয়ে পাঁচটি গোডাউনের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন রফতানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড সুবিধায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করেছে এ ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২৫ সেপ্টেম্বর ইসলামপুরের অলি ইসলাম প্লাজা ও শুভরাজ টাওয়ারে বন্ডের শতাধিক কর্মকর্তা ১৮ ঘণ্টা সাতটি গোডাউনে অভিযান চালায়। অভিযানে মোট প্রায় ১১০ টন উন্নতমানের শার্টিং, স্যুটিং, পর্দার কাপড় জব্দ করে কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করা হয়েছে। আটক পণ্যের মোট মূল্য প্রায় সাড়ে ১০ কোটি টাকা। এরপর ৫ অক্টোবর ইসলামপুর এলাকার বাদশা হাজী আহমেদ কমপ্লেক্স এবং আইটিসি টাওয়ারে বেশ কিছু গোডাউনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে বিভিন্ন ফ্লোরের গোপন গুদামে বিপুল পরিমাণ বন্ডেড চোরাই ফেব্রিকস মজুদ পাওয়া যায়। এ সব ফেব্রিকস বিভিন্ন রফতানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ড সুবিধায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করে পরে তা অবৈধভাবে ইসলামপুরের বিভিন্ন পাইকারি বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। অভিযানে প্রায় ৭০ টন উন্নতমানের শার্টিং, স্যুটিং কাপড় জব্দ করা হয়।

গত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই নাগাদ ১৪২টি প্রিভেন্টিভ অভিযান চলানো হয়েছে। অভিযানের আওতায় প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউসে আকস্মিক পরিদর্শন, রাতে ঢাকার প্রবেশপথে টহল, বন্ডের পণ্য বিক্রির মার্কেটে হানা এবং বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। এসব অভিযানে বন্ড সুবিধায় আনা অমদানি পণ্য চোরাইপথে খোলাবাজারে বিক্রির অভিযোগের ৬৪টি পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যান আটক এবং ৫টি গুদাম সিলগালা করা হয়েছে। আটক পণ্যের মধ্যে রয়েছে কাপড়, কাগজ, বিওপিপি ফিল্ম, পিপি দানা, ড্রপেক্স বোর্ড ও সুতা।

শুল্কফাঁকির দায়ে ১০৩টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১৮০ কোটি ৯ লাখ টাকার মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা আদায় হয়েছে।

এছাড়াও বন্ড সুবিধার অপব্যবহারের অভিযোগে এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ৩১১টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে। ৫টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করা হয়েছে।

● ছবি : পৃষ্ঠা ১৪

যুগান্তর
15 October, 2019, Tuesday

পুরান ঢাকার ইসলামপুরে হাজী সেলিমের মালিকানাধীন গুলশান আরা প্লাজায় সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে জব্দ করা বন্ডের কাপড়
যুগান্তর

কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের

বন্ড জালিয়াতির অন্যতম হোতা দেলোয়ার গ্রেফতার

তাকে ছাড়াতে চলছে তদবির

■ আবুল খায়ের

বন্ড জালিয়াতি চক্রের অন্যতম হোতা দেলোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গতকাল বুধবার পুরান ঢাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বন্ড কমিশনারের অফিস গ্রেফতারকৃত দেলোয়ারসহ সাত জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছে। জানা গেছে, তাকে ছাড়াতে চলছে অনেক বড়ো তদবির। অনেকে নানাভাবে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টির অপচেষ্টা করছেন। দেলোয়ার হোসেন ইসলামপুর এলাকায় বন্ড জালিয়াতি চক্রের অন্যতম হোতা। এর আগে ইসলামপুর থেকে গ্রেফতার হওয়া দুই জনকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যানুযায়ী দেলোয়ার গ্রেফতার হয়েছেন। আরো অনেককে গ্রেফতার করা হবে।

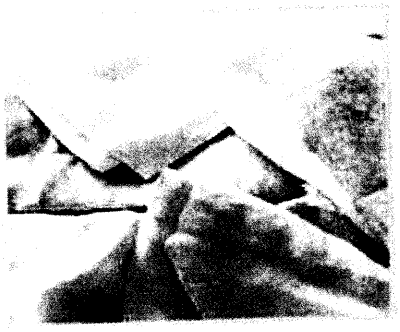

দীর্ঘদিন ধরে বন্ড জালিয়াতি করে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে আসছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এ তালিকায় আছে শতাধিক গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান। জালিয়াতিতে কারা কারা জড়িত—এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। বিষয়টি সরকারের হাইকমান্ডকে জানানোর পর তার নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযান চলছে। এই ইসলামপুর হলো বন্ড জালিয়াতি চক্রের প্রধান স্থান। এখান থেকে চোরাই পণ্য সারাদেশে সরবরাহ করা হয়। বন্ডেড ওয়্যার হাউজের অবৈধ চোরাচালানে জড়িত অর্ধশতাধিক মাফিয়ার কাছে জিম্মি দেশীয় শিল্প খাত। শুল্কমুক্ত আমদানি-সুবিধার অপব্যবহার করে কাপড়, কাগজ, প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন পণ্য খোলাবাজারে বিক্রি করছে চোরাকারবারিরা। তারা প্রতি বছর

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

বন্ড জালিয়াতির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার পাশাপাশি চোরাচালান বাণিজ্যে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে তারা দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে লাখ লাখ মানুষকে বেকারত্বে ফেলে দিয়েছে। বন্ড মাফিয়া হিসেবে চিহ্নিত এক-একজন রাঘববোয়ালের ৭/৮/১০টি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ড-সুবিধার আওতায় আনা কোটি কোটি টাকার পণ্য খোলাবাজারে বিক্রির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। অতীতে অর্ধশতাধিক বন্ড মাফিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে জালজালিয়াতি ও বন্ড লুটপাটের অভিযোগে একাধিক মামলা হয়েছে, দফায় দফায় অভিযানে তাদের গুদাম ও গাড়িবহর থেকে জব্দ করা হয়েছে শত শত কোটি টাকার মালামাল। কিন্তু মামলা সুরাহার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার কারণে মাফিয়াদের এখন পর্যন্ত কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা যায়নি। এসব কারণে রাজস্ব বিভাগের কঠোর নির্দেশনা, ধারাবাহিক অভিযান, মালামাল জব্দ—কোনো কিছুই বন্ড মাফিয়াদের কাছে পাত্তা পায় না। তাদের দাপটে রাজস্ব বিভাগ অসহায়। তারা এত বড়ো জালিয়াতি করে আসছে, তাদের স্পর্শ করাও কর্মকর্তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অথচ রাজস্ব বিভাগেরই কাজ এ ধরনের মাফিয়াদের আইনের আওতায় আনা। রাজস্ব বিভাগের একশ্রেণির দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার কারণে এমন বন্ড জালিয়াতি চক্রের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা নিয়মিত জালিয়াতি চক্রের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ পেয়ে আসছেন। হাইকমান্ড থেকে যখন নির্দেশ আসছে, এখন বন্ড কমিশনারের অফিসসহ রাজস্ব বিভাগ নড়েচড়ে বসেছে। বন্ড জালিয়াতি চক্রের হোতাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল দেলোয়ার হোসেনকে নিয়ে গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল তিন।

জানা গেছে, রাজধানীর ইসলামপুর ও নয়াবাজারে এই মাফিয়া-আড়তদারদের কারণে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার। এই মাফিয়াদের কারণে টেক্সটাইল, কাগজ, প্লাস্টিক, দেশীয় বিভিন্ন শিল্প হুমকির মুখে পড়েছে। বন্ডের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অর্ধশতাধিক লোকের কাছে জিম্মি দেশীয় শিল্প খাত। এদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করা হলে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিকের বেকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তৈরি পোশাক, বস্ত্র ও পিভিসি কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বন্ডের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কারা, তা জানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো। কাস্টমসের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বন্ড-সংক্রান্ত অপরাধে সাড়ে চার শতাধিক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকলেও বারবার একই অপরাধে জড়িত থাকা অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানকে এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে অন্যান্য মামলা ও অভিযানে জব্দ হওয়া পণ্যের সূত্র ধরে মাফিয়াদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার কার্যক্রম চলছে এখনো।

যুগান্তর
14 November, 2019, Thursday

সিরাজগঞ্জে কাস্টমসের অভিযানে ৪০ টন সুতা জব্দ

যুগান্তর রিপোর্ট

বন্ড সুবিধার অপব্যবহার করে আনা ৪০ টন সুতা জব্দ করেছে কাস্টমস বন্ড কর্তৃপক্ষ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বুধবার সিরাজগঞ্জের সোহাগপুরে শামিম শেখের গোডাউন থেকে এই সুতা জব্দ করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কাস্টমস বন্ডের সহকারী কমিশনার আল আমিন। পুলিশ ও ভ্যাট কমিশনারেট এই অভিযানে সহায়তা দিয়েছে। কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কমিশনার এসএম হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সূত্র জানায়, সোহাগপুর বাজার ও তামাই গ্রামে শামিম শেখের গোডাউনে পাওয়া এসব সুতা বিভিন্ন রফতানিমুখী গার্মেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্ড সুবিধায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করা

পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

সিরাজগঞ্জে কাস্টমসের অভিযানে ৪০ টন সুতা জব্দ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়। এরপর বিদেশে রফতানি না করে অবৈধভাবে বিভিন্ন পাইকারি বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল। জব্দ করা ২৬ টন সুতার দাম প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। ৫ বছর ধরে চক্রটি এ কাজ করে আসছে। এ ব্যাপারে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কমিশনার এসএম হুমায়ুন কবীর বলেন, অবৈধভাবে যারা এসব পণ্য আনছে, দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও নেয়া হবে আইনি ব্যবস্থা।

সিরাজগঞ্জ থেকে ৩৮ টন সুতা উদ্ধার

■ রিয়াদ হোসেন

বন্ড সুবিধায় আমদানি হওয়া সুতা ও কাপড় চোরাই পথে বিক্রি ঠেকাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সম্প্রতি বড়ের কাপড়ের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু পুরান ঢাকার চকবাজার ও আশপাশের এলাকায় বেশ কয়েকটি অভিযানে বিপুল পরিমাণ কাপড় ধরা পড়ে। এর পর চোরাই কাপড়ের কারবারিরা সতর্ক হয়ে তাদের কৌশল পালটেছে। এমন পরিস্থিতিতে ঢাকার বাইরেও অভিযান পরিচালনা শুরু করেছে এনবিআর। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ঐ টাস্কফোর্সে বন্ড কমিশনারেট অফিসের এ ধরনের অভিযান পরিচালনায় দক্ষ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গতকাল বুধবার প্রথমবারের মতো এই দল ঢাকার বাইরে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানার সুতা বিক্রির প্রসিদ্ধ হাট সোহাগপুর বাজারে অভিযান চালায়। প্রথম দিনেই এই এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ বন্ড সুবিধায় আনা সুতা ধরা পড়েছে।

এনবিআরের কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট অফিস সূত্র জানিয়েছে, অভিযানে ৩৮ মেট্রিক টন সুতা আটক করা হয়েছে। চিহ্নিত করা হয়েছে দুই আমদানিকারককে। এছাড়া প্রাথমিক অনুসন্ধানে এই চক্রের আরো বেশ কয়েকজনের তথ্য মিলেছে। গত পাঁচ বছর ধরে বন্ড সুবিধার আওতায় সুতা আমদানি করে খোলাবাজারে বিক্রি করছে এই চক্র।

ঢাকা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কমিশনার এস এম হুমায়ুন কবীর ইত্তেফাককে বলেন, এই প্রথম ঢাকার বাইরে অভিযান চালিয়ে সুতা আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় শুধু গোডাউনের মালিক বা ক্রেতা নয়, যেসব উৎস থেকে এসব সুতা চোরাইপথে আসে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

সিরাজগঞ্জ থেকে ৩৮

২০ পৃষ্ঠার পর

হবে। এই ধরনের অভিযান রাজধানীর বাইরের অন্য জায়গায়ও অব্যাহত থাকবে জানিয়ে তিনি বলেন, ইসলামপুরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাপড় আটকের পর বন্ড সুবিধার অপব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান ও চোরাকারবারিরা তাদের কৌশল পাল্টে এখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

অভিযান পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত এনবিআরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইত্তেফাককে বলেন, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি থানার সোহাগপুর বাজার ও তামাই গ্রামের শামীম শেখের গোডাউনে সুতা বিক্রি হয় বলে আমাদের কাছে খবর ছিল। আজ (বুধবার) সকাল থেকে আমরা কিছু গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালাই। এর মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪০ টন সুতা পাই। দুটি গার্মেন্টস কারখানা এসব সুতা বন্ড সুবিধার আওতায় আমদানি করা হয়েছিল। এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ঐ দুটি গার্মেন্টস কারখানাকে সনাক্ত করা গেছে। আটককৃত সুতা বগুড়া ভ্যাট অফিসের তত্ত্বাবধানে শাহজাদপুরে রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, গার্মেন্টস কারখানাগুলোও বিভিন্ন প্রয়োজনে সুতা ব্যবহার করতে হয়। এজন্য ইউডির (ইউটিলিটি ডিক্লারেশন বা প্রাপ্যতার ঘোষণা) আওতায় তারা সুতা আমদানি করে। এছাড়া স্থানীয় কিছু বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানও শুল্ক সুবিধায় সুতা আমদানি করার সুযোগ পায়। এসব সুতা খোলাবাজারে বিক্রি করার সুযোগ নেই। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে এসব সুতা ও কাপড় বিক্রি করা হচ্ছিল। ফলে স্থানীয় বস্ত্রশিল্পের মালিকরা প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা হারাতে থাকেন।

এনবিআরের এমন অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বস্ত্রশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন। ইত্তেফাককে তিনি বলেন, চোরাই সুতা বিক্রি হওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। এই প্রথম সিরাজগঞ্জে অভিযান পরিচালনা করা হলো। এতে এসব সুতা ও কাপড়ের চোরাকারবারি কমে আসবে এবং স্থানীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানান তিনি।